

## সুনান আত তিরমিজী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

হাদিস নাম্বারঃ ৩১৪৯

(কتاب تفسیر القرآن عن رسول الله ﷺ) কুরআন তাফসীর ৫০/

পরিচ্ছেদঃ সূরা কাহফ

### بَابُ: وَمِنْ سُورَةِ الْكَهْفِ

আরবী

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ نَوْفًا الْبِكَالِيَّ يَزْعُمُ أَنَّ مُوسَى صَاحِبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَيْسَ بِمُوسَى صَاحِبِ الْخَضِرِ قَالَ كَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ سَمِعْتُ أَبِي بَنَ كَعْبٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " قَامَ مُوسَى خَطِيبًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ فَقَالَ أَنَا أَعْلَمُ . فَعَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنْ عَبْدًا مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ قَالَ مُوسَى أَيُّ رَبِّ فَكَيْفَ لِي بِهِ فَقَالَ لَهُ احْمِلْ حُوتًا فِي مِكْتَلٍ فَحَيْثُ تَفْقَدَ الْحُوتَ فَهُوَ ثُمَّ فَاَنْطَلِقْ وَانْطَلَقَ مَعَهُ فَتَاهُ وَهُوَ يُوشَعُ بْنُ نُونٍ وَيُقَالُ يُوسَعُ فَحَمَلَ مُوسَى حُوتًا فِي مِكْتَلٍ فَاَنْطَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ يَمْشِيَانِ حَتَّى إِذَا أَتَيَا الصَّخْرَةَ فَرَقَدَ مُوسَى وَفَتَاهُ فَاضْطَرَبَ الْحُوتُ فِي الْمِكْتَلِ حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْمِكْتَلِ فَسَقَطَ فِي الْبَحْرِ قَالَ وَأَمْسَكَ اللَّهُ عَنْهُ جَرِيَةَ الْمَاءِ حَتَّى كَانَ مِثْلَ الطَّاقِ وَكَانَ لِلْحُوتِ سَرَبًا وَكَانَ لِمُوسَى وَلِفَتَاهُ عَجَبًا فَاَنْطَلَقَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَلَيْلَتَهُمَا وَنَسِيَ صَاحِبُ مُوسَى أَنْ يُخْبِرَهُ فَلَمَّا أَصْبَحَ مُوسَى قَالَ لِفَتَاهُ: ( أَتَنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ) قَالَ وَلَمْ يَنْصَبْ حَتَّى جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِي أُمِرَ بِهِ : ( قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ) قَالَ مُوسَى : ( ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا ) قَالَ فَكَانَا يَقْصَصَانِ آثَارَهُمَا . قَالَ سُفْيَانُ يَزْعُمُ نَاسٌ أَنَّ تِلْكَ الصَّخْرَةَ عِنْدَهَا عَيْنُ الْحَيَاةِ وَلَا يُصِيبُ مَاوُهَا مَيْتًا إِلَّا عَاشَ . قَالَ وَكَانَ الْحُوتُ قَدْ أَكَلَ مِنْهُ فَلَمَّا قَطَرَ عَلَيْهِ الْمَاءُ عَاشَ . قَالَ فَقَصَا آثَارَهُمَا حَتَّى أَتَيَا الصَّخْرَةَ فَرَأَى رَجُلًا مُسَجًى عَلَيْهِ بَثُوبٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوسَى فَقَالَ أَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلَامُ

قَالَ أَنَا مُوسَى . قَالَ مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ نَعَمْ . قَالَ يَا مُوسَى إِنَّكَ عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عِلْمَكَ اللَّهُ لَا أَعْلَمُهُ وَأَنَا عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عِلْمَنِيهِ لَا تَعْلَمُهُ فَقَالَ مُوسَى : ( هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا \* قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا \* وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا \* قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ) ( قَالَ لَهُ الْخَضِرُ : ( فَإِنْ أَتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ) قَالَ نَعَمْ فَاَنْطَلَقَ الْخَضِرُ وَمُوسَى يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ فَكَلَّمَاهُ أَنْ يَحْمِلُوهُمَا فَعَرَفُوهُمَا الْخَضِرُ فَحَمَلُوهُمَا بِغَيْرِ نَوْلٍ فَعَمَدَ الْخَضِرُ إِلَى لَوْحٍ مِنَ الْأَوَاحِ السَّفِينَةِ فَنَزَعَهُ فَقَالَ لَهُ مُوسَى قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيْرِ نَوْلٍ عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا : ( لَتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا \* قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا \* قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ) ثُمَّ خَرَجَا مِنَ السَّفِينَةِ فَبَيْنَمَا هُمَا يَمْشِيَانِ عَلَى السَّاحِلِ وَإِذَا غُلَامٌ يَلْعَبُ مَعَ الْعِلْمَانِ فَأَخَذَ الْخَضِرُ بِرَأْسِهِ فَاقْتَلَعَهُ بِيَدِهِ فَقَتَلَهُ فَقَالَ لَهُ مُوسَى : ( أَقْتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا \* قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ) قَالَ وَهَذِهِ أَشَدُّ مِنَ الْأُولَى : ( قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا \* فَاَنْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ ) يَقُولُ مَائِلٌ فَقَالَ الْخَضِرُ بِيَدِهِ هَكَذَا : ( فَأَقَامَهُ ) فَقَالَ لَهُ مُوسَى قَوْمٌ أَتَيْنَاهُمْ فَلَمْ يُضَيِّفُونَا وَلَمْ يُطْعِمُونَا : ( إِنْ شِئْتَ لَتَأْخُذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا \* قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَرْحَمُ اللَّهُ مُوسَى لَوَدِدْنَا أَنَّهُ كَانَ صَبْرًا حَتَّى يَقْصَ عَلَيْنَا مِنْ أَخْبَارِهِمَا " . قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " الْأُولَى كَانَتْ مِنْ مُوسَى نِسْيَانٌ - قَالَ وَجَاءَ عُصْفُورٌ حَتَّى وَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ ثُمَّ نَقَرَ فِي الْبَحْرِ فَقَالَ لَهُ الْخَضِرُ مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ إِلَّا مِثْلَ مَا نَقَصَ هَذَا الْعُصْفُورُ مِنَ الْبَحْرِ " . قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَكَانَ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ غَضَبًا وَكَانَ يَقْرَأُ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ كَافِرًا . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَرَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو إِسْحَاقَ  
الْهَمْدَانِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ . قَالَ أَبُو عِيسَى سَمِعْتُ أَبَا مُزَاحِمٍ السَّمَرَقَنْدِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْمَدِينِيِّ  
يَقُولُ حَجَجْتُ حَجَّةً وَلَيْسَ لِي هِمَّةٌ إِلَّا أَنْ أَسْمَعَ مِنْ سُفْيَانَ يَذْكُرُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْخَبَرَ  
حَتَّى سَمِعْتُهُ يَقُولُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَقَدْ كُنْتُ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ سُفْيَانَ مِنْ قَبْلِ ذَلِكَ  
وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الْخَبَرَ .

বাংলা

৩১৪৯. ইবন আবু উমর (রহঃ) ..... সাঈদ ইবন জুবায়র (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বললামঃ নাওফ বিকালী বলেন যে, বানু ইসরাঈলী নবী মূসা খাযিরের সঙ্গে সাক্ষাৎকারী মূসা এক নন। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেনঃ আল্লাহর দুশমন মিথ্যা বলেছে। আমি উবাই ইবন কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছেনঃ একদিন মূসা বানু ইসরাঈলের মাঝে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিচ্ছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলঃ কোন ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী?

তিনি বললেনঃ আমি।

আল্লাহ তা'আলার দিকে বিষয়টি সোপর্দ না করায় তিনি তাঁর উপর অসন্তুষ্ট হন। তিনি তাঁর কাছে ওহী পাঠালেন, দুই সাগরের সঙ্গমস্থলে আমার এক বান্দা আছে সে তোমার চেয়ে বড় জ্ঞানী।

মূসা (আঃ) বললেন, হে পরওয়ারদিগার, আমি কি উপায়ে তাঁর সাক্ষাৎ পেতে পারি?

তিনি বললেনঃ একটি থলের মধ্যে একটি মাছ নাও। যেখানে গিয়ে মাছটি হারিয়ে যাবে সে স্থানেই সে আছে। তারপর তিনি রওয়ানা হলেন। সঙ্গে তাঁর খাদেম ইউশা' ইবন নুনও চললেন। মূসা (আঃ) মাছটি একটি থলেতে রাখলেন। তিনি ও তাঁর খাদিম চলতে চলতে একটি চটানের কাছে এসে পৌঁছে মূসা ও তার খাদিম ঘুমিয়ে পড়েন। তখন থলের ভিতর মাছটি নড়ে চড়ে থলে থেকে বের হয়ে সমুদ্রে পড়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা চলার পথে পানির ধারা বন্ধ করে দিলেন। ফলে সেটি একটি তাকের মত হয়ে যায়।

মাছটির জন্য এটি একটি সুড়ঙ্গের মত হয়ে পড়ে আর মূসা ও তাঁর খাদেমের জন্য এক বিস্ময়কর বস্তু হয়ে দাঁড়ায়।

এরপর তাঁরা বাকী দিন ও রাত্রিভর চলতে থাকেন। মূসার সাথী তাঁকে মাছের বিষয়টি বলতে ভুলে যান। সকাল হলে মূসা (আঃ) তাঁর খাদিমকে বললেনঃ আমাদের সকালের খাবার নিয়ে আস। এই সফরে আমরা বেশ ক্লান্তি

অনুভব করছি।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ নির্দেশিত স্থানটি অতিক্রম করা পর্যন্ত তাঁরা কোন ক্লাস্তি বোধ করেননি।

খাদিম বললেনঃ হায়, আপনি কি জানেন আমরা যখন চটানে আশ্রয় মাছের তখনকার ব্যাপারটি তো আমি ভুলে গিয়েছি। সে কথা বলতে শয়তান ছাড়া আর কেউ আমাকে ভুলিয়ে দেয়নি। এটি সাগরে এক আশ্চর্যজনক ভাবে পথ ধরে চলে গেছে।

মূসা (আঃ) বললেনঃ সেটাই তো ছিল উদ্দীষ্ট স্থান। অনন্তর উভয়েই তাঁরা পদচিহ্ন ধরে পেছনে ফিরে আসলেন।

সুফইয়ান (রহঃ) বলেন, লোকদের ধারণা সেই চটানের পাশে ছিল সঞ্জীবনী ঝর্ণা। কোন মৃতের গায়ে এর পানি লাগলেই তা জীবিত হয়ে উঠে। ঐ মাছটির কিছু অংশ খাওয়া হয়েছিল। এতদসত্ত্বেও এর উপর উক্ত পানির ফোটা পড়লেই সেটি জীবিত হয়ে উঠে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তাঁরা পদচিহ্ন অনুসরণ করে পাথরটির কাছে ফিরে এলেন। সেখানে এসে কাপড় ঘোমটা দিয়ে আবৃত এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন। মূসা (আঃ) তাঁকে সালাম করলেন। লোকটি বললেনঃ এই যমিনে সালাম কোথা হতে!

মূসা (আঃ) বললেনঃ আমি মূসা। লোকটি বললেনঃ বানু ইসরাঈলের মূসা? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ।

লোকটি বললেনঃ হে মূসা, আপনি আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন ধরনের জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত, আল্লাহ তা'আলা যা আপনাকে শিখিয়েছেন। আমি তা জানি না। আর আমিও আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন এক জ্ঞান লাভ করেছি যা তিনি আমাকে শিখিয়েছেন। তা আপনি জানেন না।

মূসা (আঃ) বললেনঃ সত্য পথের যে জ্ঞান আপনাকে দান করা হয়েছে তা থেকে আপনি আমাকে শিক্ষা দিবেন- এই শর্তে আমি আপনার সঙ্গে আমি চলতে পারি কি?

লোকটি বললেনঃ আপনি কিছুতেই আমার সঙ্গে ধৈর্য ধরে থাকতে পারবেন না। আর যে বিষয়ে আপনার জ্ঞানাত্মক নয় সে বিষয়ে আপনি কেমন করে ধৈর্যধারণ করবেন?

তিনি বললেনঃ ইনশাআল্লাহ! আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন এবং আমি আপনার আদেশ অমান্য করব না।

খায়ির বললেনঃ আপনি যদি আমার সাথে চলতে চান তবে কোন বিষয়ে আপনি আমাকে প্রশ্ন করবেন না, যতক্ষণ না আমি নিজে সে সম্বন্ধে আপনাকে বলি (১৮ : ৬২-৭০)। মূসা বললেন, আচ্ছা।

খায়ির এবং মূসা সাগরের তীর দিয়ে হেঁটে চললেন। তাঁদের পাশ দিয়ে একটি নৌকা যাচ্ছিল। তাঁরা তাতে তুলে নেওয়ার জন্য নৌকার লোকদের সঙ্গে আলাপ করলেন। তারা খায়ির (আঃ)-কে চিনতে পেরে পারিশ্রমিক ছাড়াই তাদের উভয়কে তুলে নিল। এরপর খায়ির (গোপনে) নৌকার একটি তক্তার দিকে লক্ষ্য করে তা সরিয়ে

ফেললেন।

মূসা (আঃ) তাঁকে বললেনঃ বিনা পারিশ্রমিকে এরা আমাদের বহন করল আর আপনি আরোহীদের ডুবিয়ে দেওয়ার জন্য আপনি এটি বিদীর্ণ করে দিলেন! আপনি এক গুরুতর কাজ করলেন।

খাযির বললেনঃ আমি কি বলিনি যে, আপনি আমার সঙ্গে কিছুতেই ধৈর্য ধরে থাকতে পারবেন না?

মূসা (আঃ) বললেনঃ মেহেরবানী করে আমার ভুলের জন্য আমাকে ধরবেন না এবং আমার বিষয়ে অত্যাধিক কঠোরতা অবলম্বন করবেন না।

এরপর তাঁরা নৌকা থেকে নামলেন। তাঁরা তীর দিয়ে হেঁটে চলছিলেন। এমন সময় দেখেন কতকগুলো বালকের সাথে একটি বালক খেলছে। খাযির (আঃ) সেই বালকটির মাথা ধরে তার ঘাড় মটকে তাকে হত্যা করে ফেললেন। মূসা (আঃ) তাকে বললেনঃ আপনি কি একটি নিষ্পাপ বালককে কোন প্রাণ হত্যার বিনিময় ব্যতীতই হত্যা করে ফেললেন! আপনি তো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন।

খাযির (আঃ) বললেনঃ আমি কি আপনাকে বলিনি যে, আপনি আমার সঙ্গে কিছুতেই ধৈর্য ধরে থাকতে পারবেন না?

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এই আপত্তি প্রথমটির তুলনায় কঠোরতর।

মূসা (আঃ) বললেনঃ এরপর যদি আমি আপনাকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করি তবে আপনি আমাকে আর সঙ্গে রাখবেন না। আমার পক্ষ থেকে ওয়র গ্রহণে আপনি চরমে পৌঁছে গিয়েছেন।

এরপর তাঁরা উভয়েই চলতে চলতে এক জনপদবাসীদের কাছে পৌঁছে তাদের নিকট খাবার চাইলেন।

কিন্তু তারা তাঁদের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করল। এরপর মূসা ও খাযির তাদের একটা পতনোন্মুখ দেওয়াল বুঁকে পড়েছে দেখতে পেলেন। খাযির সেটিকে তাঁর হাত দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলেন।

মূসা (আঃ) বললেনঃ এমন এক সম্প্রদায়! এদের কাছে আমরা এলাম কিন্তু তারা আমাদের কোনরূপ মেহমানদারী করল না এবং আমাদের খাওয়ালো না। আপনি ইচ্ছা করলে এর জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারতেন।

খাযির (আঃ) বললেনঃ এখানেই আপনার ও আমার মধ্যে সম্পর্ক ছিল হল। যে বিষয়ে আপনি ধৈর্যধারণ করতে পারেননি আমি সেগুলোর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করছি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা'আলা মূসা (আঃ)-এর উপর রহম করুন। আমাদের মনোবঞ্ছা ছিল, তিনি যদি ধৈর্যধারণ করতেন তাহলে তাঁদের আরো বহু বিষয় আমাদের কাছে বিবৃত করা হতো।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ একটি চড়ুই পাখি এসে নৌকাটির কিনারে বসে সাগরে এক ঠোঁক মারল। তখন খাযির (আঃ) মূসা (আঃ)-কে বললেনঃ সাগর থেকে এই চড়ুইটি যতটুকু পানি আহরণ

করতে পেরেছে আপনার এবং আমার জ্ঞান আল্লাহর জ্ঞানের তুলনায় সে পরিমাণ ছাড়া আহরণ করতে পারেনি।  
সাজিদ ইবন জুবায়র (রহঃ) বলেন, ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু পাঠ করতেনঃ

قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أُوتِينَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا

আরো পাঠ করতেনঃ (ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَأَرْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا)

সহীহ, বুখারি, মুসলিম, তিরমিজী হাদিস নম্বরঃ ৩১৪৯ [আল মাদানী প্রকাশনী]

এ হাদীসটি হাসান-সহীহ। আবু ইসহাক হামদানী এটি সাজিদ ইবন জুবায়র-ইবন আব্বাস-উবাই কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। যুহরী এটি উবায়দুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ ইবন উতবা (রহঃ)-ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু উবাই ইবন কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন।

আবু মুযাহিম ফাযারকান্দী (রহঃ) বলেন, আলী ইবন মাদীনী (রহঃ) বলেছেনঃ যদিও আমার দৃঢ় সংকল্প ছিল না তবুও এই হাদীস সম্বন্ধে সুফইয়ান (রহঃ) থেকে পূর্ণ খবর শোনার জন্য হজ্জ করলাম। শেষে তাকে (فَارِئ) (أَتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا) রূপে রিওয়ায়ত করতে শুনলাম। এর আগেও হাদীসটি সুফইয়ানকে রিওয়ায়ত করতে শুনেছি তিনি পূর্ণ খবর বর্ণনা করেননি।

## English

Narrated Sa'eed bin Jubair:

"I said to Ibn 'Abbas: 'Nawf Al-Bikali claims that Musa, of Banu Isra'il is not the companion of Al-Khidr. He said: 'The enemy of Allah has lied. I heard Ubayy bin Ka'b saying: "I heard the Messenger of Allah (ﷺ) say 'Musa stood to deliver a Khutbah to the children of Isra'il. He was asked: "Who is the most knowledgeable among the people?" He said: "I am the most knowledgeable." So Allah admonished him, since he did not refer the knowledge back to Him. Allah revealed to him: "A slave, among My slaves at the junction of the two seas, is more knowledgeable than you." So Musa said: "O Lord! How can I meet him?" He said to him: "Carry a fish in a basket, wherever you lose the fish, then he is there." So he set off, and his boy set off with him - and he was Yusha' bin Nun. Musa put a fish in a basket, he and the boy set off walking, until when they reached a rock, Musa and his boy fell asleep. The fish was flopping around in the basket, falling into the sea.' He said: 'Allah held back the flow of water until it was like a tunnel, and the fish could glide. Musa and his boy were amazed. They set off the remainder of the day and the night, and Musa's companion forgot to



inform him (of the escape of the fish). When Musa arose in the morning, he said to his boy: Bring us our morning meal; truly we have suffered much fatigue in this, our journey (18:62).' He said: 'He had not gotten tired until he passed the place which Allah had ordered him to go. He said: Do you remember when we betook ourselves to the rock? I indeed forgot the fish, none but Shaitan made me forget to remember it. It took its course into the sea in a strange way (18:63). Musa said: That is what we have been seeking. So they went back, retracing their tracks (18:64). He said: 'So they began retracing their tracks.'" Sufyan (one of the narrators) said: "People claim that there is a spring of life at that rock, no dying person has its water poured over him, but he becomes alive, and the fish came in contact with some of it, so when the water dropped on it he became alive." "He [the Prophet (ﷺ)] said: 'They retraced their tracks until they arrived at the rock to see a man covered in a garment. Musa greeted him, and he replied: Is there such a greeting in your land? He said: I am Musa. He said: Musa of the children of Isra'il? He said: Yes. He said: O Musa! Indeed you have some knowledge from Allah, which Allah taught you, which I have not been taught, and I have some knowledge from Allah, which Allah taught me, which you have not been taught.' So Musa said: May I follow you so that you may teach me something of the knowledge which you have been taught? (18:66) He said: Verily, you will not be able to have patience with me! And how can you have patience about a thing which you know not? He said: If Allah wills, you will find me patient, and I will not disobey you at all (18:67-69). Al-Khadir said to him: Then if you follow me, ask me not about anything until I myself mention it to you (18:70). Musa said: Yes. So Musa and Al-Khadir set off walking along the shore of the sea. A boat was passing by them, and they spoke to them (the crew) asking them to let them get on board. They recognized Al-Khadir so they let the two of them ride without charge. Al-Khadir took one of the planks (in the boat) and removed it, so Musa said to him: These people gave us a ride free of charge, yet you sabotaged their boat so that its people will drown. Indeed you have done a dreadful thing (18:71). He said: Did I not tell you that you would not be able to have patience with me? (18:72). He said call me not to account for what I forgot, and be not hard upon me for my affair (18:73). Then they exited the boat, and while they were walking upon the shore, they saw a boy playing with two other boys. So Al-Khadir took him by his head, pulling it off with his hands, and he killed him. So Musa said to him: Have you killed an innocent person who killed no one! Verily you have done a horrendous thing (18:74). He said: Did I not tell you that you would not be able to have patience with me? (18:75) - he (the narrator) said: - "This was more severe than the first one" - He said: If I ask you about anything after this, you have received an excuse from me. So they both proceeded until they came to the inhabitants of a town. They asked them for

food but they refused to entertain them. There they found a wall on the verge of falling down (18:76 & 77). He (the narrator) said: - meaning leaning over - 'So Al-Khadir took his hand like this, so he set it up straight (18:77) so Musa said to him: We arrived at these people, they did not treat us as guests nor feed us. If you wished, surely you could have taken wages for it! He said: "This is the parting between you and I. I will tell you the interpretation of (those) things over which you were not able to be patient (18:77 & 78)."' The Messenger of Allah (ﷺ) said: 'May Allah have mercy upon Musa! We wish that he would have had patience, so that we could have more knowledge about that two of them.' He said: 'So the Messenger of Allah (ﷺ) said: 'The first time Musa had forgotten.' He said: 'And a sparrow came, until it perched on the edge of a boat, and pecked at the sea. So Al-Khadir said to him: My knowledge and your knowledge do not diminish anything from the knowledge of Allah, but like what this sparrow diminishes of the sea.' Sa'eed bin Jubair said: "and he would" - meaning Ibn 'Abbas - "recite: 'And there was before them a king who would take every useful boat by force (18:79).' And he would recite: 'As for the boy, he was a disbeliever (18:80).'"

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন □ বর্ণনাকারীঃ সাঈদ ইবনু যুবায়র (রহঃ)

🔗 Link — <https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=38501>

📖 হাদিসবিডি প্রজেক্টে অনূদান দিন